42

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 05 JUN 1998
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৫

এইচএসসি পরীক্ষা ঃ চাঁদপুর ও ঠাকুরগাঁ

নকল চলছে অবাধে

চাঁদপুর থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ চলতি বছরের এইচএসসি পরীক্ষায় চাঁদপুর শহর ও সদর থানার পরীক্ষাকেন্দ্রগুলোতে নকলবাজির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করা হলেও মতলব, ফরিদগঞ্জ, কচুয়া, হাজিগঞ্জ ও হাইমচর, শাহরাস্তি থানার প্রত্যন্ত এলাকায় স্থাপিত কেন্দ্রগুলোতে গণটোকাটুকি ও নকলবাজি চলছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

কচুয়ার সাচার, মতলবের ছেংগারচর, শাহরাস্তি, হাজিগঞ্জের প্রায় অধিকাংশ কেন্দ্র, ফরিদগঞ্জ ও হাইমচরের কেন্দ্রগুলোর অবস্থা ভয়াবহ বলে জানা গেছে। মাদ্রাসা পরীক্ষাকেন্দ্রগুলোতে বিশেষত মতলব থানা, ফরিদগঞ্জ ও কচুয়ার কেন্দ্রগুলোতে তো যাচ্ছে তাই ঘটনা ঘটছে। প্রশাসন চাঁদপুর শহর নিয়ে ব্যস্ত থাকলেও বাইরের কেন্দ্রগুলোর ব্যাপারে দায়সারা ভূমিকা পালন করছে বলে অভিযোগ উঠেছে। শহরের কেন্দ্রগুলোতে বিশেষ করে পুরানবাজার, সাহাতরী, মহিলা কলেজ কেন্দ্রে নকলবাজি করতে না পেরে কয়েকদফা ভাঙচুর হয়েছে। এসব কেন্দ্রের পরীক্ষা হলে অনুপস্থিতির সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েচলছে।

ঠাকুরগাঁও থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ দেশের সবক'টি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে শুরু হয়েছে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা। এই পরীক্ষা ঠাকুরগাঁ জেলার ২১টি কলেজের মধ্যে ১২টি কলেজ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হচ্ছে, এতে মোট ৭১৪৫ জন পরীক্ষার্থী অংশ নিচ্ছে।

প্রতিটি পরীক্ষা কেন্দ্রের ভিতর ও বাইরের দৃশ্য কমবেশি একই ধরনের। পরীক্ষার নামে চলছে নকলের মহোৎসব। যা গত ২৬ বছরের অনুষ্ঠিত সবধরনের পরীক্ষার নিয়মকানুন দৃশ্য ও অবস্থাকে ছাড়িয়ে গেছে। যেন এক নতুন ধরন সৃষ্টি করেছে।

এলাকার বিত্তবকবান মানুষ এমনকি অনেক অভিভাবক মহল পর্যন্ত উৎকণ্ঠা আর দুশ্চিন্তায় আতংকগ্রস্ত। ২৮শে মে ছিল ইংরেজি প্রথম পত্রের পরীক্ষা। পরীক্ষা শুরু হওয়ার ১০/১৫ মিনিটের মাথায় প্রশ্নপত্র বাইরে চলে আসলো নির্বিঘ্নে। আর এই প্রশ্নপত্রের সঠিক সমাধানের জন্য একদল ছাত্রনেতা আগেই ঠিক করে রেখেছেন কয়েকজন অভিজ্ঞ শিক্ষককে। এসব শিক্ষক মোটা টাকার ভাড়ার বিনিময়ে এসেছেন। প্রশ্ন পাওয়ার সাথে সাথে ভাড়া করা শিক্ষক 'সাহেবরা' ৪০/৪৫ মিনিটের মধ্যে সমস্ত প্রশ্নপত্রের সঠিক উত্তর লিখে সংঘবদ্ধ নকল সরবরাহকারী ছাত্র নেতাদের হাতে দিলে তারা চটজলদি ফটোকপি করে প্রতিকপি পূর্ণ ১শ' নম্বরের জন্য ৫শ' টাকা এবং ৫০ নম্বরের জন্য ৩শ' টাকা দরে বেচাকেনা শুরু করে। এরসঙ্গে আরো অতিরিক্ত টাকার বিনিময়ে পরীক্ষা কেন্দ্রের ভিতরে বা হলের ভিতরে গিয়ে নকল দিয়ে আসে।

এই অবস্থা জেলার ১২টি কেন্দ্রেই চলছে। সুষ্ঠু পরীক্ষা-অনুষ্ঠানের জন্য জেলা প্রশাসন প্রতি কেন্দ্রে একজন করে ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োজিত করেছেন এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে নিযুক্ত করা হয়েছে ৮/১০ জনের একটি করে পুলিশের দল। কেন্দ্রগুলোর তুলনায় পুলিশের সংখ্যা নিতান্তকম।

ঠাকুরগাঁ জেলার ১২টি পরীক্ষা কেন্দ্রের মধ্যে থানা ও জেলা হেড কোয়ার্টারে ৬টি কেন্দ্র, বাকিগুলো সব গ্রাম ও ইউনিয়ন পর্যায়ে। আর এই গ্রামীণ পরীক্ষার কেন্দ্রগুলোই হয়ে উঠেছে নকলের মহা প্রতিষ্ঠানে।

ঠাকুরগাঁ সরকারি ডিগ্রি কলেজ, পীরগঞ্জ সরকারি ডিগ্রি কলেজ, ঠাকুরগাঁ সরকারি মহিলা কলেজ এগুলোতে ছাত্রছাত্রী কম। অথচ ইউনিয়ন পর্যায়ের কলেজগুলোতে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা প্রচুর হওয়ার পিছনে রহস্যটা কি? রহস্য অতি সোজা- নকল করে পাস করা বা সার্টিফিকেট অর্জন করা।

ইদানীং আরো একটি বিষয় দেখা যায় কিছু কিছু সরকারি কর্মকর্তা তাদের স্ত্রী, শ্যালিকা-শ্যালক, ভাইবোনকে অতি সহজে সার্টিফিকেট লাভের জন্য সালান্দর, গড়েয়া, রুহিয়া কলেজ কেন্দ্রে পরীক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা করেছেন।